রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বাজেট শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১/১২ ডিসেম্বর, ২০২৪

বিষয়: বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪।

নং **১০.০০.০০০০.১২৬.২০.০১১.২৩.২৫৬৯**—উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ এবং চাকরিকাল ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের সদস্যদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলো:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—

(১) এ নীতিমালা "**বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪**" নামে অভিহিত হবে।

(২) এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়—

(ক) **"গাড়ি"** অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/ সিইউভি (CUV-Crossover Utility Vehicle)।

ব্যাখ্যা: এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে। গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি. ১৫০০(±১০) হবে এবং সর্বোচ্চ সি.সি. ২০০০ (±১০) হবে।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(খ) **"গাড়ি সেবা নগদায়ন"** অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে "সুদমুক্ত ঋণ" এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি।

(গ) **"গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়"** অর্থ এ নীতিমালার আওতায় সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ির মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন, বীমা, ফিটনেস নবায়ন, কর, অন্যান্য ফি ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।

(ঘ) **"বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য"** অর্থ এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের চাকরিকাল ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, জেলা জজ পদমর্যাদার সদস্য, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব/ সিনিয়র সচিব যিনি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস হতে নিয়োগকৃত/দায়িত্বপ্রাপ্ত"

(ঙ) **"সুদমুক্ত ঋণ"** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ।

(চ) **"সরকারি দাবি আদায় আইন"** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. III of 1913)।

(ছ) **"বৈদেশিক চাকরি"** অর্থ কোনো বিদেশি রাষ্ট্র অথবা কোনো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, বহুজাতিক বা বেসরকারি সংস্থার অধীন চাকরি।

(জ) **"পরিবার"** অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী সদস্য।

৩। নীতিমালার প্রাধান্য।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

৪। "সুদমুক্ত ঋণ" সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।—

(১) নীতি ২(ঘ) এ বর্ণিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ এ নীতিমালার অধীন সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন।

(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য গাড়ি সেবা নগদায়নের চেক উত্তোলন করলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে চাইলে সুদমুক্ত ঋণের চেক ইস্যুর তারিখ হতে সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চেকের অর্থ নগদায়ন করতে না পারলে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ এর অনুমোদনক্রমে জরিমানা প্রদান ব্যতিরেকে চেক ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো একজন সদস্য এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা পাবেন, যথা:

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদন আইন ও বিচার বিভাগে গ্রহণের তারিখ হতে পি.আর.এল. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ অবশ্যই ০১ (এক) বছর থাকতে হবে;

(খ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না;

(গ) মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। "সুদমুক্ত ঋণ" গ্রহণের অযোগ্যতা।—

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো একজন সদস্য এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর-

(১) সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদনপত্র আইন ও বিচার বিভাগে গ্রহণের তারিখ হতে পি.আর.এল. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে এক (০১) বছর না থাকে;

(২) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে কোনো সদস্য বৈদেশিক/লিয়েন/চুক্তিতে চাকরিতে নিয়োজিত থাকলে;

(৩) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুইটি হতে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়;

(৪) শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলা বা ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে;

(৫) বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হলে দণ্ড ভোগের পর ০২ (দুই) বছর অতিক্রম না করলে;

(৬) লঘুদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে দণ্ড ভোগের পর ০১ (এক) বছর অতিক্রম না করলে; এবং

(৭) পদের স্থায়ীত্ব বা যথার্থতা নিয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকলে।

৬। "সুদমুক্ত ঋণ" মঞ্জুরের শর্ত।—

(১) সরকারের পক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আইন ও বিচার বিভাগ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ পরিশিষ্ট-"ক'' ফরমে সুদমুক্ত ঋণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬(১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইন ও বিচার বিভাগের অনুকূলে সরকারের পক্ষে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) আইন ও বিচার বিভাগ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের গাড়ি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমন রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত ঋণ এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, এককালীন সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)' বা পরবর্তীতে প্রণীতব্য অনুরূপ নীতিমালার অধীন প্রদানকৃত সুদমুক্ত ঋণের সমপরিমাণ হবে।

(৫) নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই পদের সদস্যদের মধ্য হতে অবসর গমন বা পি.আর.এল. নিকটবর্তী সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য তাঁর সমগ্র চাকরিকালে ০১ (এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(৭) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরির আদেশ প্রাপ্তির পর ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃত হলে ও ঋণের চেক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ফেরত দিলে সেক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ বাতিল সাপেক্ষে পুনরায় সুদমুক্ত ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

৭। ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।—

(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং পরিশিষ্ট-"গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) গাড়ির ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও বীমার নবায়ন প্রতিবছর নিজ অর্থায়নে করতে হবে।

(৪) যদি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবি করতে পারবেন না। তবে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ২০% অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলপূর্বক আইন ও বিচার বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে গাড়ি ক্রয় করতে হবে।

৮। চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।—

(১) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরিকালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যকে পরিশিষ্ট-"খ" ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) সুদমুক্ত ঋণের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যকে পরিশিষ্ট- "গ" ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) সুদমুক্ত ঋণ বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির সুদমুক্ত ঋণের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের উক্ত সদস্যের অনুকূলে পরিশিষ্ট-'ঘ' ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। তবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য চাকরিরত অবস্থায় সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর গাড়িটি অবমুক্ত করলে অবমুক্তির তারিখ হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৯। গাড়ির বীমা।—

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।—

(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর আইন ও বিচার বিভাগ হতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক পরিশিষ্ট-"গ" ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমাণ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের পরিমাণ 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা,

২০২০ (সংশোধিত)' বা পরবর্তীতে প্রণীতব্য অনুরূপ নীতিমালার অধীন প্রদানকৃত মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের সমপরিমাণ হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের উক্ত সদস্য মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি (পরিশিষ্ট-"গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন। স্বাক্ষরিত পরিশিষ্ট-"গ" ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোনো ক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ উত্তোলিত অর্থ শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ নীতিমালার অধীনে কোনো গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) বিদেশে অধ্যয়নরত সংযুক্ত কর্মকর্তা এবং বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের কোনো মিশন/সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ৫০% প্রাপ্য হবেন।

(৪) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য পি.আর.এল. সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৫) আইন ও বিচার বিভাগের সচিব তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(৬) নীতি-১০ (৪) ও (৫) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল.) কালে অভোগকৃত অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল.) বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় সাংবিধানিক/রাষ্ট্রের/সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে এ নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং অন্য কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৭) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণকারী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানি, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোনো প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোনো রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় যা খরচ দাবি করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেশনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোনো প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়।—

(১) সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি ঋণ পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর গাড়ি বিক্রয়ের তারিখ হতে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা:

(ক) বকেয়া ঋণ অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে;

(খ) বকেয়া ঋণ পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি।—

গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সরকার হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। গাড়ির মালিকানা।—

গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। গাড়ি ব্যবহার।—

(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোনো কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার ৮ (আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য কোনো টিএ./ডিএ. দাবি করতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোনো সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টিএ./ডিএ. প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্যের একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য চাকরিতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পর গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(৩) গাড়ি ভাড়া, লিজ বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করলে তা 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী "অসদাচরণ" বলে গণ্য হবে।

১৫। বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগ/লিয়েন গ্রহণ।—

(১) সুদমুক্ত ঋণপ্রাপ্ত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে অথবা লিয়েনে গমন করলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ কিস্তির অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।

১৬। আদালত/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কোনো পদে টিওএন্ডইভুক্ত/প্রকল্পভুক্ত গাড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকলে উক্ত গাড়ি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্যতা।—

আদালত/সংস্থা/দপ্তর/অধিদপ্তর/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কোনো পদে টিওএন্ডইভুক্ত/প্রকল্পভুক্ত গাড়ি অন্তর্ভুক্ত থাকলে উক্ত পদে কর্মরত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়িটি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন তার পরিমাণ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে যা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। উক্ত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)' বা পরবর্তীতে প্রণীতব্য অনুরূপ নীতিমালার অধীন প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার সমপরিমাণ হবে। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ আইন ও বিচার বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্ত হবেন।

১৭। সরকারি গাড়ি রিকুইজিশন সীমিতকরণ।—

(১) সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোনো গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন; এবং

(খ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের উক্ত সদস্য এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত টিওএন্ডইভুক্ত জীপগাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ১০০% অর্থ গ্রহণকারী বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণ অফিসে যাতায়াত বা কোনো কাজের জন্য কোনোভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করবেন না।

(৪) নীতি ১০(৩), ১৭(৩) এর অনুসরণে ব্যর্থতা 'বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী "অসদাচরণ" বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ আদায়যোগ্য হবে।

১৮। সুদমুক্ত ঋণ আদায় পদ্ধতি।—

(১) (ক) সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। ঋণের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কিস্তি কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে চেক গ্রহণের তারিখ হতে খেলাপি কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ খেলাপি কিস্তি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম (পরিশিষ্ট-'গ' ফরম) স্বাক্ষরের পর পরিশোধিত কিস্তি (সংশ্লিষ্ট চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার/

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন মোতাবেক) এবং প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের উপর কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

(খ) সুদমুক্ত ঋণের উপর ১ (এক) শতাংশ সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হারে ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য কর্মরত অবস্থায় যে কোনো সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে সমুদয় অর্থ পরিশোধের তারিখে প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন। তবে, গাড়ি অবমুক্ত হওয়ার পর এই নীতিমালার আওতায় কোনো সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৩) কর্মরত ও পি.আর.এল. সময়ের মধ্যে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথা:

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট সদস্যের গ্র্যাচুইটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের উক্ত সদস্যের পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকরি হতে বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওনা পেনশন/গ্র্যাচুইটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ করতে হবে অথবা বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় হবে। এর পরও বকেয়া ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সুদমুক্ত ঋণ সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবি আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে অক্ষম/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত সদস্য হলে, সে ক্ষেত্রে—

(ক) তাঁর গ্র্যাচুইটি হতে সুদমুক্ত ঋণের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুইটি হতে আদায়ের পর সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে উক্ত সদস্যের পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) উপরিউক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ (আসল

ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ) মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত "অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ" সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯। গাড়ির অবচয় হিসাব।—

(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুষ্কাল হ্রাস পায় বিধায় গাড়ির অবচয় হিসাব সর্বোচ্চ ৮ (আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (Depreciation Cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার "ঘ" ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধককাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত সকল গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর থেকেই [(বন্ধকী ফরম) (পরিশিষ্ট-"গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(২) অবচয় সুবিধা সর্বোচ্চ ০৮ বছর প্রদানের ক্ষেত্রে পি.আর.এল. সময় পর্যন্ত হিসাব করা যাবে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য অভোগকৃত অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল.) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় সাংবিধানিক/রাষ্ট্রের/সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে পি.আর.এল. সময়ে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

২০। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—

এ নীতিমালার কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এই বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ আবু তাহের
সচিব।

পরিশিষ্ট- 'ক'

বরাবর
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়।

মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষ

বিষয়: বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের একজন সদস্য। আমি সরকার থেকে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য …….. (কথায়)…… টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম:

১। নাম :
২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
৩। পদবি :
৪। কর্মস্থল :
৫। জন্ম তারিখ :
৬। চাকরিতে যোগদানের তারিখ :
৭। বর্তমান পদে পদোন্নতির তারিখ :
৮। পি.আর.এল. শুরুর তারিখ :
৯। মূল বেতন :
১০। ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহ নির্মাণ/ মোটর সাইকেল/কম্পিউটার) :

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১১। সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত

প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকরিরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে সুদমুক্ত ঋণ সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১২। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) সরকার প্রদত্ত গাড়ি ব্যবহার করি/করি না :

(খ) গাড়ি নম্বর (গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১৩। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণ মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করব না। মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত

স্থান:

তারিখ:

স্বাক্ষর:

নাম:
পদবি:
ঠিকানা:
মোবাইল নম্বর:
ই-মেইল:

১৪। উর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ।

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

ঠিকানা:

পরিশিষ্ট-"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম ..... সালের .....মাসের..... তারিখে একপক্ষে ..... (পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য..... ..... টাকা ঋণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলিতে এ ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতাকে..... টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ ঋণের অর্থ ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জসহ ১২০টি সমান কিস্তিতে তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করল;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তিনি এ ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি ঋণ অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন; এবং

(৩) প্রদত্ত ঋণ ও তজ্জনিত জরিমানার টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪-এ বর্ণিত **"বন্ধকী"** ফরমে মোটরগাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের **৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে** ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা যে কোনো কারণে চাকরির অবসান বা মৃত্যুবরণ করেন তাহলে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবেন।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছর ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন:—

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন:—

ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ
সিল
মোবাইল-
ই-মেইল-

১ম সাক্ষী:

স্বাক্ষর: .....

নাম: .....

ঠিকানা: .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর: .....

ই-মেইল: .....

২য় সাক্ষী:

স্বাক্ষর: .....

নাম: .....

ঠিকানা: .....

পেশা: .....

মোবাইল নম্বর: .....

ই-মেইল: .....

সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও তারিখ, সিল

পরিশিষ্ট-"গ"

মোটরগাড়ি ঋণের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র ..... সালের ..... মাসের .....তারিখে একপক্ষে..... (পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপরপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ অনুসারে মোটরগাড়ি ক্রয় করার জন্য ....টাকা ঋণ মঞ্জুরির জন্য আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, বর্ণিত ঋণ মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত ঋণের জামানত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ বা তার অংশবিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্ধৃত হলো:

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের ভাষ্য এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে..... টাকা এবং উক্ত অর্থের ওপর ১ (এক) শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা কিস্তির শিডিউল মোতাবেক সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরও শর্ত অনুসারে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত ঋণ এবং তার উপর সঞ্চিত জরিমানা জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর সত্ত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বিমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপির ফটোকপি উভয়পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির লক্ষ্যে না-দাবি গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বিমা এবং রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির না-দাবিসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তিপত্র গ্রহণ করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ির ক্রয়মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেননি এবং বর্ণিত ঋণ বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোনো অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোনো মূল কিস্তি, সার্ভিস চার্জের কিস্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা মূল কিস্তির উপর জরিমানা বাবদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয়, অথবা ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোনো সময়ে চাকরিতে না থাকেন, অথবা যদি ঋণ গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দেউলিয়া হন, অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোনো ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত জরিমানা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোনো একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তার মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোষিত ঋণ পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তাঁর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ থাকলে ঋণ গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবে।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটরগাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নিট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা অথবা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোনো অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন ঋণ গ্রহীতা কোনোরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিমা কোম্পানীতে বিমা করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় বা অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোনো অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোনো ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে ঋণ গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করবেন এবং ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত ভাষ্যের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটরগাড়ির বিবরণ:
প্রস্তুতকারীর নাম:
বর্ণনা:
সিলিন্ডারের সংখ্যা:
ইঞ্জিন নম্বর:
চেসিস নম্বর:
ক্রয়মূল্য:
.....এর উপস্থিতিতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা ..... স্বাক্ষর করলেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ
সিল

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ
সিল

পরিশিষ্ট-"ঘ"

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম: .....
পদবি:..... কর্মস্থল: .....
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত .....তারিখে.....টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি গৃহীত ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত.....নং গাড়িটি সরকার বরাবর ..... তারিখে বন্ধক রেখেছেন। তিনি/তাঁর পক্ষে (মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পেনশন গ্রহণকারী) জনাব/বেগম.....,
..... তারিখে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেছেন বিধায় অদ্য..... তারিখে বন্ধককৃত নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd